তৃতীয় অধ্যায়: বাস্তবতার বাঁধা

(*এক সন্ধ্যায় তৃষা খবর দেয়, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অরিত্র স্তব্ধ হয়ে যায়।*)

অরিত্র: "তুমি কি সত্যিই এটা চাও?"

তৃষা: (কাঁপা কণ্ঠে) "আমি চাই না, কিন্তু আমার পরিবার চায়। রুদ্র ভালো মানুষ, সে আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।"

অরিত্র: "ভালোবাসা কি নিরাপত্তা দিয়ে মাপা যায়?"

(*তৃষা কিছু বলতে পারে না, চোখ নামিয়ে নেয়।*)

চতুর্থ অধ্যায়: শেষ সন্ধ্যা

(*বিয়ের আগের রাতে তৃষা দেখা করতে আসে অরিত্রর সঙ্গে।*)

তৃষা: "তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?"

অরিত্র: "ক্ষমা? আমি তো তোমাকে ধরে রাখতে পারলাম না।"

(*তৃষা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—*)

তৃষা: "আমি তোমার জন্য একটা চিঠি লিখেছি। যদি কখনো মনে হয়, তুমি আমার অনুভূতিটা জানতে চাও, তাহলে পড়ো।"

(*তৃষা চিঠিটা দিয়ে চলে যায়। অরিত্র তা খোলে না, শুধু শক্ত করে ধরে রাখে।*)

পঞ্চম অধ্যায়: অসমাপ্ত অধ্যায়

(*দশ বছর পর, অরিত্র এখন একজন বিখ্যাত কবি। এক সন্ধ্যায় সে পুরোনো চিঠিটা খোলে। তৃষার লেখা—*)

"অরিত্র,
আমি তোমায় ভালোবেসেছি, কিন্তু তোমার হতে পারিনি। বাস্তবতা আমার কল্পনার চেয়ে কঠিন ছিল। জানি না, তুমি কখনো আমায় ক্ষমা করবে কিনা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার প্রতিটা নিঃশ্বাসে তুমি ছিলে, আছো, থাকবে..."

(অরিত্রর চোখ ভিজে যায়। সে জানে, কিছু ভালোবাসা কেবল হৃদয়ে থেকে যায়, বাস্তবে পূর্ণতা পায় না। সে জানালার দিকে তাকায়— বাইরে বৃষ্টি নেমেছে।)

(পর্দা নামে)